কারবালার প্রকৃত ইতিহাস

পৃথিবীর ইতিহাসের একেকটি পাতা ঠিক যেন আকরগ্রন্থের মতো, যেখানে লুকিয়ে আছে মানুষের জন্য জ্ঞানের বিপুল ভান্ডার। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি মানুষের সামনে—বয়স ও জ্ঞানের বিচারে সে যে স্তরেরই হোক না কেন—এমনসব ফলাফল তুলে ধরে, যা কোনো উপদেশ বা উদাহরণের মাধ্যমে লাভ করা যায় না।

এজন্য কুরআনুল কারিমের বড় একটা অংশজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ঘটনা ও নানা জাতির ইতিহাস। কুরআনুল কারিম ইতিহাসকে প্রচলিত ইতিহাসের আঙ্গিকে এবং ঘটনাগুলোকে গল্পের ঢঙে উপস্থাপন করেনি; বিন্যাসও করেনি সেভাবে। এমনটা কেন করা হলো? কুরআন কি কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে আমাদের?

ইতিহাসের সত্তাগত কোনো লক্ষ্য নেই; আছে ফলাফল। এটা অর্জিত হয়ে থাকে কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং ইতিহাসের আস্তিনে লেপটে থাকা ঘটনাপুঞ্জ থেকে। কুরআনুল কারিমে খণ্ড খণ্ড গল্পগুচ্ছের কারণও এটাই। শিক্ষার ভরপুর উপকরণ আছে বলেই কুরআনকে আমাদের সামনে পেশ হয়েছে এমনভাবে। নিছক ইতিহাস বলে যাওয়া কুরআনের উদ্দেশ্য নয়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়নমণি হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনা কেবল ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, বরং এর মধ্যে রয়েছে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসকে নাড়িয়ে দেওয়ার তাৎপর্য।

কারবালার ঘটনায় একদিকে এমনসব জুলুম-অত্যাচার, নির্মমতা, নির্লজ্জতা ও পাশবিকতার দেখা পাওয়া যায়, যা মানুষের ধারণার বাইরে। অন্যদিকে চোখে পড়ে শত্রুর মোকাবেলায় হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার ৭০-৭২ জন সাথির জিহাদ;

তাদের অবিচলতা, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের এমন হৃদয় তোলপাড় করা দৃষ্টান্ত, যার উপস্থিতি ইতিহাসে বিরল। এ ঘটনার দুটি দিকেই রয়েছে আগামী প্রজন্মের জন্য শিক্ষা ও প্রজ্ঞার অপার উপকরণ।

কারবালার ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ নিয়ে কম লেখাজোখা হয়নি। প্রায় সকল ভাষায় একে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে অসংখ্য বইপুস্তক। কিন্তু বেশিরভাগ বইপুস্তকেই শিক্ষিত ও সাধারণ শ্রেণির পাঠোপযোগিতার বিষয়টি মাথায় রাখা হয়নি। ঘটনার পরম্পরা এবং বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়েও করা হয়নি যাচাই-বাছাই। আমি ঠিক এ জায়গাটিতে বিশেষ নজর দিয়েছি। সচেতনভাবে দুর্বল ও অসমর্থিত বর্ণনা এড়িয়ে চলেছি।

এ বইয়ের মূল অংশটুকু ইতিহাস-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-কামিল ফিত তারিখ* থেকে চয়িত। এর রচয়িতা ইযযুদ্দিন ইবনুল আসির আল-জাযারি রাহিমাহুল্লাহ। গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতা দুনিয়াজুড়ে। এছাড়া এ বইয়ে *তারিখুত তাবারি, তারিখুল খুলাফা, ইসআফুর রাগিবিন* প্রভৃতি গ্রন্থাবলি এবং হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো থেকে ব্যাপকভাবে সহায়তা নিয়েছি। যুক্ত করেছি সেসবের রেফারেন্স।[১]

মনে রাখা জরুরি, কারবালার ঘটনাগুলো নিছক কোনো গল্প-কাহিনি নয়। এই বেদনাবিধুর আখ্যান যেন রক্তের এক বহতা নদী, শুধু মুসলিম কেন কোনো মানুষের পক্ষেই অশ্রুসজল নয়ন ব্যতীত যা পার হওয়া সম্ভব নয়। এ ঘটনাগুলো লিখতে গেলে, গভীরভাবে এর দিকে তাকালে এবং উন্মুখ হয়ে এর আলোচনা শুনলে হৃৎকম্পন বন্ধ হয়ে আসে। এমনই হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী এই কাহিনি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। তাওফিকের মালিক আল্লাহ তাআলা!

ইসলামি খিলাফতের দুর্যোগকাল

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে খুলে যায় ফিতনার দুয়ার। মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত হতে থাকে একের পর এক বিপদ ও দুর্যোগ। সেসময় সরলমনা মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে চতুর মুনাফিকরা মেতে ওঠে হাস্যরসে, পাকাতে থাকে গভীর ষড়যন্ত্র। তাদের এসব ঘটনা ধীরে ধীরে

---

[১] একটি বিষয় সবার মনে রাখতে হবে, ইতিহাস নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হলেও তা ইতিহাস বলেই গণ্য হবে। সেটা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত কোনো হাদিস নয় যে, এর ওপর গড়ে উঠবে বিধিবিধান, আকিদা-বিশ্বাস ও হালাল-হারামের ভিত্তি। কারণ সার্বিকভাবে *সহিহুল বুখারির* যে স্তর, লেখক এক হওয়া সত্ত্বেও রিজালশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *তারিখুল কাবির* বা *তারিখুস সগির* সে স্তরের নয়।

সামনে আসতে থাকে। মুসলিমরাও নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে। অথচ তারা সেই প্রজন্ম, যারা ছিলেন নবিগণের পরে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম।[১]

খিলাফতের গুরুদায়িত্ব যখন মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে আসে, তখন খুলাফায়ে রাশিদার সময় ও শাসনে যে আদর্শিক চিত্র বিদ্যমান ছিল, এখানে তার অনেকটাই অনুপস্থিত। এমন পরিস্থিতিতে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দেওয়া হলো, 'এখন যেহেতু ফিতনার সময়, তাই আপনি আপনার পরবর্তী খলিফাদের জন্য এমন কোনো শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যান, যাতে মুসলিমদের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব-লড়াই না নয়; ইসলামি খিলাফতও যেন বিভক্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।'

তখন যে পরিস্থিতি ছিল, সে প্রয়োজনীয়তার বিচারে এ পরামর্শ ও প্রস্তাব মোটেও অগ্রহণযোগ্য বা শরিয়া-বহির্ভূত ছিল না। কিন্তু যখন মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী খলিফা হিসেবে তার পুত্র ইয়াযিদের নাম প্রস্তাব করা হয়, তখনই এটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ মর্মে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কুফা থেকে ৪০ জনের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। যাদের বক্তব্য হলো, রাষ্ট্রপরিচালনার দক্ষতায় ইয়াযিদের চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। তাই তার নামে খিলাফতের বাইআত নেওয়া হোক।

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাবটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু তিনি কোনো সুস্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। তাই এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কিছু মানুষের সাথে পরামর্শ করেন। সেই পরামর্শে দেখা দেয় মতানৈক্য। কেউ ইয়াযিদের খলিফা হওয়ার পক্ষে মত দেয়, কেউ দেয় বিপক্ষে।

ইয়াযিদের আচরণগত সমস্যাগুলো তখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তাই শেষমেশ মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াযিদের হাতে বাইআতগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২]

---

[১] *আত-তারিখুল ইসলামি আল-ওয়াজিয*, সুহাইল তাক্কুশ, পৃষ্ঠা : ১০৫-১১০

[২] মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আশঙ্কা করেছিলেন, তার মৃত্যুর পরে বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ফলে তার পরে যদি বনু হাশিমের কেউ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে বনু উমাইয়ার দায়িত্বশীল লোকদেরকে অপসারণ করবে; যেটা তারা কখনোই মেনে নেবে না। এতে মুসলিমদের মাঝে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তাই তিনি ঠিক করেন, কেবল বনু উমাইয়া থেকেই খলিফা নির্বাচন করা হবে। এ হিসেবে ইয়াযিদকে তার উপযুক্ত মনে করেন। এটা ছিল পূর্ববর্তী সকল খলিফার অনুসৃত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। মূলত তার এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শুরাভিত্তিক খলিফা নির্বাচন থেকে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। [দেখুন, *তারিখু খলিফাতি ইবনি খাইয়াত*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৯; *আত-তারিখুল ইসলামি আল-ওয়াজিয*, সুহাইল তাক্কুশ, পৃষ্ঠা : ১১৪]

ইয়াযিদের নামে বাইআত

শাম ও ইরাকের লোকজনের মাঝে কীভাবে যেন ইয়াযিদের নামে বাইআতের আওয়াজ ওঠে। সবখানে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে—শাম, ইরাক, কুফা ও বসরার অধিবাসীরা ইয়াযিদের হাতে বাইআতগ্রহণে একমত।

সবার দৃষ্টি এবার হিজাযের দিকে। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে তখন মক্কা ও মদিনার গভর্নরদের প্রতি নির্দেশনা পাঠানো হয়। তখন মদিনার গভর্নর ছিল মারওয়ান ইবনুল হাকাম। মারওয়ান মদিনাবাসীকে জড়ো করে বলে, 'হে লোকসকল, এটা তো আবু বকর ও উমারের সুন্নাহ যে, তারা তাদের পরবর্তী খলিফার নামে বাইআতের অসিয়ত করে গেছেন। সে হিসেবে আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়াও চাইছেন, পরবর্তী খলিফা হিসেবে তার ছেলে ইয়াযিদের নামে বাইআত নেওয়া হোক।'

সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। এ কথা শুনেই তিনি দাঁড়িয়ে যান। মারওয়ানকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে মারওয়ান, এটা ভুল! এটা মোটেই আবু বকর বা উমারের সুন্নাহ নয়; বরং রোম ও পারস্য সম্রাটদের রীতি। তাদের কেউই নিজের ছেলেদের হাতে শাসনক্ষমতা দিয়ে যাননি। আর না তারা আত্মীয়স্বজনদের কাউকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন।'[১]

সেসময় হিজাযবাসীর দৃষ্টি ছিল আহলে বাইত তথা নবি-পরিবারের দিকে। বিশেষ করে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরে তারা তাকেই খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ও হকদার মনে করত।

এজন্য তারা যখন এ ঘোষণা শোনে, তখন তাদের দৃষ্টি চলে যায় হুসাইন ইবনু আলি, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমের দিকে। সেসময় যোগ্যতার বিচারে তারাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাই হিজাযবাসী এ বিষয়ে তাদের মতামত শুনতে চায়।

তাদের সবার সামনে একদিকে ছিল কুরআন ও সুন্নাহর এ অমোঘ নীতি—ইসলামি খিলাফত কেবলই ইসলামি খিলাফত নয়; বরং এটা খিলাফতে নববিও। এখানে উত্তরাধিকারের এমন কোনো নিয়ম বা সূত্র নেই, পিতার পরে খলিফা হবে তার ছেলে; কিংবা তাকে খিলাফতের দায়িত্ব নিতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও

---

[১] *তারিখুল খুলাফা*, সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ১৫০

নেই। এক্ষেত্রে আবশ্যক হলো, স্বাধীনভাবে খলিফা নির্বাচন করা।

দ্বিতীয়ত তাদের চোখে ইয়াযিদের অবস্থান সেসব সাহাবির ধারেকাছেও ছিল না। তাই তারা সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে ইয়াযিদকে মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে তারা ইয়াযিদের খলিফা হওয়ার বিরোধিতা করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমৃত্যু নিজেদের মতের ওপর অবিচল থাকে। এই সত্য উচ্চারণ এবং সত্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয় মক্কা-মদিনার গোলযোগ এবং কুফা-কারবালার গণহত্যা।

মুআবিয়ার মদিনা-সফর

তখন ৫১ হিজরি। আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজায সফর করেন। প্রথমেই তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় আসেন। সাক্ষাৎ করেন প্রবীণ ও মর্যাদাবান সাহাবিদের সাথে। তাদের সাথে এক শান্তিপূর্ণ বৈঠকে বসেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। সেখানে ইয়াযিদের বাইআতের প্রসঙ্গটি উঠে আসে। তখন সাহাবিগণ সরাসরি তার মতের বিরোধিতা করেন।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখনো জীবিত। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট উপদেশ নিতে যান। সাহাবিগণ যে বিষয়ে তার বিরোধিতা করেন, সেটি উল্লেখ করে বলেন, 'আম্মাজান, আমি একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি। কিন্তু সাহাবিরা আমার মতের বিরোধিতা করছেন!'

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন বলতে শুরু করেন, 'আমি শুনেছি, আপনি তাদের ওপর জুলুম করেছেন। এমনকি তাদেরকে জীবনের হুমকিও দিয়েছেন। আপনার এমনটা করা মোটেই উচিত হয়নি।'

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আম্মাজান, এটা পুরোপুরি মিথ্যা কথা। আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের সম্মান করা আমার ওপর ওয়াজিব। তাদের সাথে আমি মোটেই এমন আচরণ করতে পারি না। বাস্তবতা হলো, শাম, ইরাক-সহ বড় বড় শহরের সাধারণ মুসলিমরা ইয়াযিদের নামে বাইআত নিয়েছে। এদিকে খিলাফতের বাইআতও সুসম্পন্ন। কিন্তু এ কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি শুধু বিরোধিতা করছেন। এখন আপনিই বলুন, মুসলিমরা একজনের খলিফা হওয়ার ব্যাপারে একমত; এদিকে তার বাইআতও সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন আমি কি এ বাইআত ভেঙে দিতে পারি?'

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'তাদের সাথে কোনো ধরনের কঠোরতা করবেন না। সম্মানের সাথে তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।'

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, 'আম্মাজান, আমি এমনটাই করব। এটা আমার ওয়াদা।'[১]

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনো মদিনায় অবস্থান করছেন। এসময়ে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাবেন, তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বিষয়ে হয়তো তাদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হবে। সেজন্য তারা পরিবার নিয়ে মক্কায় চলে যান। ওদিকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও হজের নিয়তে মক্কায় যান।

মুআবিয়ার মক্কা-সফর

মদিনার পর মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কা মুকাররমা সফরের ইচ্ছা করেন। তখন হজের সময়। তাই হজপালনের নিয়তে তিনি মক্কায় চলে আসেন। এখানে এসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান। তিনি এলে তাকে বলেন, 'ইবনু উমার, আপনি আমাকে বলতেন, আমিরবিহীন একটি রাতও আপনার পছন্দ নয়। আর আমি সেই আমির নির্ধারণের জন্যই ইয়াযিদের কাছ থেকে এ শর্তে খলিফা হওয়ার বাইআত নিয়েছি—যাতে আমার মৃত্যুর পর মুসলিমদের ভেতর বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির চর্চা ছড়িয়ে না পড়ে। সবাই এ মতের পক্ষে তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, আপনি এখনো এর বিরোধিতা করছেন! তাই আমি আপনাকে সতর্ক করছি, মুসলিমদের সার্বভৌম ঐকমত্যের ভেতরে ফাটল ধরাবেন না। এমন কিছু করবেন না যাতে বিশৃঙ্খলা আরও ছড়িয়ে পড়ে।'

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সব শুনে বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনার আগে আরও খলিফা ছিলেন। তাদেরও সন্তানাদি ছিল, এখনো আছে। আপনার ছেলে কিন্তু তাদের চেয়ে কোনোভাবেই এগিয়ে নেই। তারপরও তারা আপন ছেলেদের জন্য এমন কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে যাননি, যা এখন আপনি দিয়ে বসে আছেন। তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে উম্মাহর সামগ্রিক উপকারিতার বিষয়টি

---

[১] *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০২; *নিহায়াতুল আরব*, আন-নুয়াইরি, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৩৫৬

সামনে রেখেছেন। আর আপনি কী করছেন? আপনি আমাকে উম্মাহর বিশৃঙ্খলার ভয় দেখাচ্ছেন? মনে রাখবেন, আমি কখনোই উম্মাহর ভেতর ফাটল ধরাব না। আমি সাধারণ মুসলিমদের একজন। তারা সবাই একমত হয়ে যেদিকে যাবে, আমার মতও সেদিকেই থাকবে।'[১]

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন এ বিষয়টি নিয়ে আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনিও কঠোরভাবে ইয়াযিদকে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি কখনোই তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেব না।'

এরপর মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখোমুখি হন। তিনিও আগের দুজনের মতো এ বিষয়টিকে নাকচ করে দেন।[২]

মুআবিয়াকে সঠিক পরামর্শ

সাহাবিদের এমন কথাবার্তা শুনে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতাশ হয়ে পড়েন। তখন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ গিয়ে তার সাথে দেখা করেন। তারা তাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন—

'আমিরুল মুমিনিন, আপনার জন্য এটা মোটেই উচিত নয়, আপনি আপনার ছেলে ইয়াযিদের জন্য আমাদেরকে এভাবে বাইআতগ্রহণে বাধ্য করবেন! আমরা আপনার সামনে তিনটি পদ্ধতি পেশ করছি, এগুলো আপনার পূর্ববর্তী খলিফাদেরও সুন্নাহ—

১. এমন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আল্লাহর রাসুল যা করেছেন, আপনিও তা করতে পারেন। তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাউকে সরাসরি নির্বাচন করে যাননি, আভাস রেখে গেছেন। নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ উম্মাহর কাঁধে।

২. এ পরিস্থিতিতে আবু বকর যা করেছেন, আপনিও তা করতে পারেন। তিনি এমন একজনের নাম ঘোষণা করেছেন—যিনি না তার বংশীয় কেউ, আর না তার কোনো আত্মীয়। প্রস্তাবিত লোকটির ব্যাপারেও কারও কোনো আপত্তি ছিল না।

৩. অথবা উমার ইবনুল খাত্তাব যা করেছেন, আপনিও তা করতে পারেন। তিনি খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি দলকে।

---

[১] *তারিখুল খুলাফা*, সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ১৫০

[২] *তারিখুল খুলাফা*, সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ১৫০